রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৬ কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১০ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.২৭৮—বাংলাদেশের শিশুচিকিৎসার পথিকৃৎ এবং জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান গত ০৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

২। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য এবং চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ডাঃ এম আর খান সমাজসেবা গোল্ড মেডেল ১৯৯৯, অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ান্স গোল্ড মেডেল ২০০৬, বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্স গোল্ড মেডেল ২০১১, একুশে পদক ২০০৯ এবং স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৬-তে ভূষিত হন।

৩। অধ্যাপক ডাঃ এম আর খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৩ কার্তিক ১৪২৩/০৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৩ কার্তিক ১৪২৩
ঢাকা: ----------
০৭ নভেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশের শিশুচিকিৎসার পথিকৃৎ এবং জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান গত ০৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

ডাঃ এম আর খান ১৯২৮ সালের ০১ আগস্ট সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস, ১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ডিসিএইচ ও এডেনবার্গ থেকে ডিটিএম এন্ড এইচ, ১৯৬২ সালে এমআরসিপি ও ১৯৭৮ সালে এফআরসিপি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১১ সালে তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

কর্মজীবনের শুরুতে ডাঃ খান ১৯৫৭-৬২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার কেন্ট হাসপাতাল এবং এডেনবার্গ গ্রুপ হাসপাতালে যথাক্রমে সহকারী রেজিস্ট্রার এবং রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে দেশের টানে ফিরে এসে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ডাঃ খান ১৯৭৩-৭৮ মেয়াদে অধ্যাপক ও যুগ্মপরিচালক এবং ১৯৭৯-৮৮ মেয়াদে অধ্যাপক পেডিয়াট্রিক্স হিসাবে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর)-এ কর্মরত ছিলেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান ছিলেন বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৬৫ সালে শিশুদের মধ্যে পোলিও, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস এবং টিটেনাসের টিকাদান কর্মসূচি শুরু করে দেশে পোলিও টিকাদানের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন। ধূমপানবিরোধী সংগঠন 'আধূনিক'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি এর সঙ্গে ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত।

ডাঃ এম আর খান ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সদালাপী ও মিষ্টভাষী। নিবেদিতপ্রাণ এই সমাজকর্মী চিকিৎসাকে সেবা ও কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি শিশুস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এই ফাউন্ডেশন অগণিত মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ খান 'ন্যাশনাল সার্টিফিকেশন কমিটি ফর পোলিও ইরাডিকেশন'-এর চেয়ারপারসন এবং 'এক্সপার্ট কমিটি অব টক্সিকোলজি এন্ড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অব ভ্যাক্সিন ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর চেয়ারম্যান হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি ডাঃ খান ছিলেন একজন সফল গ্রন্থকার। তাঁর প্রকাশিত নয়টি গ্রন্থের মধ্যে 'মা ও শিশু', 'আপনার শিশুর জন্য জেনে নিন', 'পকেট পেডিয়াট্রিক প্রেসক্রাইবার' এবং 'এসেন্স অব পেডিয়াট্রিক্স' উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানতুল্য এই মানুষটির জীবনী স্থান পেয়েছে কেমব্রিজ থেকে প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল হু'জ হু অব ইন্টেলেকচুয়ালস'-এ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ডাঃ এম আর খান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ডাঃ এম আর খান বহু পদক ও সম্মাননা লাভ করেন। তিনি সমাজসেবা গোল্ড মেডেল ১৯৯৯, অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ান্স গোল্ড মেডেল ২০০৬, বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্স গোল্ড মেডেল ২০১১, একুশে পদক ২০০৯ এবং স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৬-তে ভূষিত হন।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খানের মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক, নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে হারাল। চিকিৎসাক্ষেত্রে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক ডাঃ এম আর খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd